সংবাদ

পৃ. ২ 03 AUG 2016

জঙ্গি সন্দেহে শাবি শিক্ষার্থী আটক

প্রতিনিধি, সিলেট

জঙ্গি সন্দেহে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে এক শিক্ষার্থীকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। ইফাত আহমেদ চৌধুরী নাহিদ নামক ওই শিক্ষার্থী শাবির ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং (আইপিই) বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। নাহিদ গত ১৮ আগস্ট শাবি থেকে গ্রেফতারকৃত 'আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সমন্বয়ক' আবদুল আজিজের সহপাঠী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. রাশেদ তালুকদার বলেন, এবারও কাউকে কিছু না জানিয়েই পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের সাদা পোশাকের একটি দল নাহিদকে আটক করে নিয়ে যায়। মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সি বিল্ডিংয়ের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

এ বিষয়ে জালালাবাদ থানার ওসি আক্তার হোসেন জানান, ঢাকা থেকে আগত গোয়েন্দা পুলিশের বিশেষ ইউনিট ওই তরুণকে 'জঙ্গি সন্দেহে' আটক করে ঢাকার উদ্দেশে নিয়ে গেছে।

এর আগে গত ১৯ আগস্ট জঙ্গি সন্দেহে শাবি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক. ৪

ব্যবস্থা : গ্রহণের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মকর্তাদের সঙ্গে গত দু'তিন দিনে কয়েক দফা আলোচনা করে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে। গতকাল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে কাজ করেন। তারা জানান, 'বিষয়টি সেনসেটিভ'। তবে ওই কর্মকর্তাকে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেঁয়া থেকে রক্ষার চেষ্টা করছে একটি চক্র। সোমবার আবুল কালাম আজাদকে মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের কাছে তদবির করতে দেখা যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানায়, আবুল কালাম আজাদ ১৯৯৬ সালে চাকরিতে যোগদানের পর মাত্র দুই বছর শিক্ষকতা করেছে ঢাকার বাইরে। ১৯৯৮ সালের পর থেকে তিনি শিক্ষা ভবনেই চাকরি করে আসছেন। মাঝে বদলি হলেও প্রভাব খাটিয়ে আবার স্বপদে ফিরে আসেন।

এর আগে গত বছর তার বিরুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও তার শাহদাৎ বার্ষিকীর অনুষ্ঠানকে অবজ্ঞা প্রকাশ করার অভিযোগ আসায় তাকে শোকজ করা হয়েছিল। স্কুল পরিদর্শন কাজে অনিয়মের অভিযোগে এ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহারের আবেদন করেছিলেন ঢাকার সংসদ সদস্য ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লা। ডিআইএর পরিচালকের কাছে তিনি এ লিখিত আবেদন করেন।

এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) ড. মোল্লা জালাল উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, 'বিষয়টি খুব সেনসেটিভ। এ ব্যাপারে আমার পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয়। যেহেতু গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট। তবে অপেক্ষা করেন। মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপের পর বলা যাবে।' অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চাইলে আবুল কালাম আজাদ সোমবার বলেন, 'আমার বাবা মুক্তিযোদ্ধা। আমি এলাকায় আওয়ামী লীগের রাজনীতি করি। আমি জঙ্গি অর্থায়ন কেন করব?'

অভিযোগ না থাকলে শাস্তি থেকে রেহাই পেতে তদবির করছেন কেন- জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'একটা মামলা ছিল মাউশি অধিদফতরের শারীরিক শিক্ষা শাখার এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। তার নামও আবুল কালাম আজাদ। মামলার কাজ চলাকালে আমার বক্তব্য নেয়া হয়েছিল। আমি তথ্য প্রমাণ দিয়েছি যে, আমার কোন অবৈধ লেনদেন নেই।'